তারিখ 12 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক আমাদের সময়

কওমি শিক্ষার্থীদের মূলধারায় সম্পৃক্তের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে কওমি মাদ্রাসার আলেমদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল দুপুরে মাওলানা আশরাফ আলীর নেতৃত্বে কওমি মাদ্রাসাগুলোর শীর্ষ আলেমরা সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

কওমি শিক্ষার্থীদের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) তিনি এ আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম পরে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

ইহসানুল করিম বলেন, কওমি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেওয়ায় আলেমরা প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এ সিদ্ধান্তকে যুগান্তকারী এবং ঐতিহাসিক বলে মন্তব্য করেন তারা। আলেমরা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এ সময় আলেমরা তবলিগ জামাতের জন্য কাকরাইলে মসজিদের জায়গা এবং বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গীতে জায়গা দেওয়াসহ ইসলামের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন।

কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মোট ছাত্রছাত্রীর একটা বিরাট অংশ কওমি মাদ্রাসায় পড়ে, তাদের মূল ধারায় সম্পৃক্ত হওয়া উচিত। কাউকে বাদ দিয়ে শতভাগ শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে না বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। এ সময় কওমি মাদ্রাসার উন্নয়নে আশ্বাসও দেন শেখ হাসিনা।

বিএনপির ওপর জনগণের আস্থা নেই

লুটেরাদের সংগঠন বিএনপির ওপর জনগণের কোনো আস্থা নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, এই দলটি কেবল হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়েই ক্ষমতা দখল করেছিল। জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তনে কিছুই করেনি। ক্ষমতায় থাকাকালে তারা শুধু নিজেদের পকেট ভারী করেছিল। বিগত দিনের মতো আগামী নির্বাচনেও জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করবে। গতকাল প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে কারামুক্তি দিবসে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে এদিন সকালে তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা। পরে দলের সহযোগী সংগঠনের নেতারাও শুভেচ্ছা জানান।

উন্নয়নের সুফল ধরে রাখতে আগামী নির্বাচনেও জনগণ নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষ আজকে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে যে উন্নয়নটা পাচ্ছে সেটা প্রত্যেকটা মানুষ উপলব্ধি করে। সরকারের ধারাবাহিকতা যে একান্তভাবে প্রয়োজন সেটাও আজকে প্রমাণিত।

দলীয় নেতাকর্মীদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শে রাজনীতি করার তাগিদ দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, রাজনীতিবিদের জীবনে সবচেয়ে বড় সম্পদ সততা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা এবং যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকা।

জরুরি অবস্থার সময় ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ক্রিস্টিন ওভারমায়ারকে দেখতে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর দেশে ফিরতে বাধা দেওয়ার কথা এই অনুষ্ঠানে স্মরণ করেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, মামলা দেবে, ওয়ারেন্ট ইস্যু করবে আর আমাকে দেশে আসতে দেবে না। এই খেলাই তারা খেলতে চেয়েছিল। সবাই মামলার ভয়ে পালায়, সেখানে আমি যাচ্ছি মামলা মোকাবিলার করার জন্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার দেশে ফেরার দিন নির্দেশ ছিল, কেউ যেন বিমানবন্দরে না যায়। কিন্তু সব বাধা উপেক্ষা করে সেদিন কৌশলে বিমানবন্দরে হাজার হাজার মানুষ ছিল। যে কারণে তারা তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

শেখ হাসিনা বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ এগিয়েছে। রাজনৈতিক নিপীড়নও সইতে হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা না হলে স্বাধীনতার ১০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে উঠত।

সাবজেলের দিনগুলো স্মরণ করে শেখ হাসিনা বলেন, পরিত্যক্ত ঘোষণা করা একটি বাড়ি। সেখানে আমাকে রাখা হয়েছে ১১টি মাস। দোতলা বাড়ির নিচে পর্যন্ত নামতে দিত না। এমনকি অসুস্থ হলে ডাক্তারও দেখাতে দিত না। কিন্তু আমি কখনো মনের জোর হারাইনি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..........
তারিখ..........
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর